দৈনিক ইনকিলাব

260

তারিখ ... MAY 30 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা রবিবার ১৭ বৈশাখ ১৪০৭, ৩০ এপ্রিল ২০০০

নকলের আরো একটি মহোৎসব

গত ২৭ এপ্রিল থেকে সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে নকলের যে মহোৎসব হয়ে গেছে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আশা করা হয়েছিল যে, বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের পক্ষ থেকে এমনভাবেই কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে– যাতে এইচএসসি পরীক্ষাও একই রকম মহোৎসবে পরিণত হতে না পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং সরকার নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে আশ্বাসও কম দেয়নি। কিন্তু বাস্তবে নকলবাজরাই বিজয় অর্জন করেছে। ২৮ এপ্রিলের প্রতিটি দৈনিকে সর্বব্যাপী গণনকলের সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং জানানো হয়েছে আশংকাজনক অনেক তথ্য। পাঁচটি বোর্ডের সকল পরীক্ষা কেন্দ্রেই নকল চলেছে প্রায় বাধাহীনভাবে এবং নকল করেছে প্রায় প্রত্যেকে। পরীক্ষার্থীরা নকল নিয়ে গেছে সঙ্গে করে এবং তারপর পালাক্রমে নকল সরবরাহ করা হয়েছে বাইরে থেকে। এ উপলক্ষে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে বসেছে মানুষের হাট। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-অভিভাবক এবং অন্য সরবরাহকারীদের প্রচণ্ড ভিড়ে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র যেন জনসভায় পরিণত হয়েছে। ঘোষিত ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা কোথাও মান্য করা হয়নি, এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের অনেকে এই দুষ্কর্মে অংশ নিয়েছে। পুলিশের ঘুষ গ্রহণের দৃশ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তারা ঘুষের বিনিময়ে সম্পূর্ণ ছাড় দিয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নকল সরবরাহেও সাহায্য করেছে।

কোনো কোনো কেন্দ্রে বিডিআর সদস্যদের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও সব মিলিয়ে পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটেছে যে, ম্যাজিস্ট্রেটসহ ভিজিল্যান্স টীমগুলো অসহায় হয়ে পড়েছে। ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যরা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গেছেন, নকল উদ্ধার করেছেন এবং নকলবাজ ছাত্রদের অনেককে বহিষ্কার করেছেন সত্য, কিন্তু তারপরও নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। আর এ পর্যায়েই জানা গেছে সবচেয়ে আশংকাজনক তথ্যটি। সকল দৈনিকেই এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকরাও নকলবাজিতে সহযোগিতা করেছেন এবং করেছেন প্রকাশ্যে। নকলবাজদের বাধা দেয়া বা বহিষ্কার করা দূরে থাক, শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ নকল সরবরাহ করার মতো দুষ্কর্মেও জড়িত থেকেছেন, অনেকে ভিজিল্যান্স টীমের আগমনের খবর আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছেন। কোথাও কোথাও তারা ভিজিল্যান্স টীমকে অসত্য খবর জানিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন এবং সুকৌশলে নকলবাজদের বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। নানামুখী এত প্রতিকূলতার মধ্যেও শাস্তিমূলক যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবই নিয়েছেন ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যরা। এর ফলে পরীক্ষার প্রথম দিনে বহিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ৯ হাজার পরীক্ষার্থী। নকলে সহযোগিতা দানের অভিযোগে ৫ জন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

এইচএসসি পরীক্ষায় নকলকেন্দ্রিক পরিস্থিতি যে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, সেকথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা মনে করি এবং এ বিষয়ে আগেও বলা হয়েছে যে, বোর্ড কর্তৃপক্ষসহ সরকারের পক্ষ কেবলই ঘোষণা প্রচার করার পরিবর্তে নকল প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষাকালে অনুষ্ঠিত নকলের মহোৎসবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল অনেক বেশী গুরুত্বের সঙ্গে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কার্যকরভাবে উদ্যোগী না হয়ে ওঠায় নকলই শুধু সর্বব্যাপী হয়নি, একই সঙ্গে সংঘর্ষ, কেন্দ্র দখল, কেন্দ্র ভাঙচুর, ব্যারিকেড সৃষ্টি এবং বোমাবাজির মতো মারাত্মক অনেক ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। নকলবাজরা এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটসহ ভিজিল্যান্স টীমের সদস্যদের লাঞ্ছিত করার ঔদ্ধত্যও দেখিয়েছে। এদিকে সবচেয়ে বেশী উদ্বেগের কারণ ঘটেছে শিক্ষকদের একটি বড় অংশের প্রশ্রয় ও সহযোগিতার কারণে। যে কোনো মূল্যায়নে এ এক আশংকাজনক বিষয়।

আমরা মনে করি, জরুরী ভিত্তিতে নকলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া এখন সময়ের দাবী। এই ব্যবস্থা শুধু নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নিলেই চলবে না, নিতে হবে নকল সরবরাহকারীমাত্রের বিরুদ্ধে। পুলিশসহ পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিতদের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সবচেয়ে কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে সেই সব শিক্ষককে– যারা প্রতিরোধ করার পরিবর্তে উল্টো প্রশ্রয় ও সহযোগিতা দিচ্ছেন। বহিষ্কার কিংবা দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয়াই যথেষ্ট নয়, এসব শিক্ষককে আইনসম্মত এমন শাস্তিও দিতে হবে– যাতে অন্য শিক্ষকরা এরকম নিন্দনীয় ও ধ্বংসাত্মক দুষ্কর্মে জড়িত হওয়ার চিন্তা পর্যন্ত না করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা সততার দিকটিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক থেকে কেন্দ্রের বাইরের পুলিশসহ সকলকে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে, তাদের এই ভূমিকা আসলে সমগ্র জাতির সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠছে। মনে রাখতে হবে, এইচএসসি কোনো সাধারণ পরীক্ষা নয়, এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতের শিক্ষাজীবনকে বেছে নেয় সুনির্দিষ্টভাবে। সুতরাং সময় থাকতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও সরকারসহ সকলকে সতর্ক হতে হবে এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে যে কোন প্রকারে নকলের মহোৎসবকে নস্যাৎ করতে হবে। আমরা আশা করি, এইচএসসির বাকী পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সকলে সচেষ্ট হয়ে উঠবেন।